# আর্ন্তজাতিক নারী দিবস -
# নারী একজন মানুষ হিসেবে গন্য হোক

নার্গিস আক্তার বানু

আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমরা যারা (নারীরা) এখন বসবাস করছি কিংবা এখন যে সমস্ত মেয়ে শিশুরা জন্মগ্রহন করছে তারা অত্যন্ত ভাগ্যবতী। এই যে সুন্দর বিশ্বে আমরা নারী-পূরুষ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একত্রে কাজ করছি, এমন পরিবেশ তৈরির নেপথ্যে রয়েছে অনেক মহিয়সী-সাহসী নারীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নারীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা, ভোটাধিকার লাভ, শিক্ষার সুযোগের জন্য নারীকে আন্দোলন করতে হয়েছে যুগে যুগে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এ আন্দোলনের ধারা ও রূপ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক অনাচার, কুপ্রথা রোধে নারীর আন্দোলন - কালের সিঁড়ি বেয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতে পর্দাপন করেছে। নারীকে পিছনে রেখে সমাজের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কেননা নারী জাতি সমাজের অর্ধাংশ। আর সেই অর্ধাংশ জাতির সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে বার বার আন্দোলন করতে হয়েছে বিশ্বের র্সবত্র।

জানা গেছে, ১৮৪৮ সালের ১৯শে মার্চ নারী মুক্তির লক্ষ্যে প্রোশিয়ার নারীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে সেখানকার রাজা প্রথমবারের মত কিছু কিছু শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হন। তারপর প্রায় ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও নারীর ভাগ্যাকাশে তারার সন্ধান মিলেনি। কিংবা তেমনকিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধিত হয়নি। ১৯০৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকায় প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। তারপর ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা, মূল্যায়ন এবং মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় ১৭টি দেশের এক শতেরও বেশী মহিলার অংশগ্রহনে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯১১ সালে ১৯শে র্মাচ অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানী এবং সুইজারল্যান্ডসহ আন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের দশ লাখেরও বেশী নারী-পূরুষ একত্রিত হয়ে নারীদের কাজ করার, প্রশিক্ষন নেয়ার এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য রোধসহ ভোটাধিকার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবীতে প্রথম আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালনের অংশ হিসাবে রাস্তায় র‌্যালী হয়। জানা যায়, কর্মহীন নারীরা সেদিন অনেকেই সন্তানদের দেখাশুনা করার জন্য পূরুষদেরকে বাড়ীতে ফেলে মিছিলে মিছিলে ছুটে গিয়েছিলেন সকল কলকারখানায়, অফিস আদালতে কর্মের সন্ধানে। একপর্যায়ে বিদ্রোহী নারীদের মিছিলের উপর পুলিশের বাধা এবং হস্তক্ষেপের ফলে সেদিনকার রাস্তা-ঘাট নারীর রক্তে হয়েছিল রন্জিত। তার সপ্তাহখানেক পরে অর্থাৎ সেই বছরেরই ২৫শে মার্চ নিউ-ইয়র্কে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ১৪০ জন মহিলা শ্রমিক মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তখন পর্যন্ত খোদ আমেরিকায়ও মহিলাদের জন্য শ্রম আইন কিংবা কর্মক্ষেত্রে কোনরূপ বিশেষ বিধিমালা না থাকায় হতভাগ্য সেই নিহতদের পরিবারবর্গ শুধু আগুনে পোড়া লাশটি ছাড়া কিছুই পায়নি। তবে লাভের ক্ষেত্রে যেটুকু হয়েছে তা হল, সেই থেকে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতা, নারীর মূল্যায়ন এবং মর্য্যাদা লাভের দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববাসীর নজরে আসে। ১৯১৭ সালে ৮ই

মার্চ রাশিয়ান মহিলাদের ভোটের অধিকারের দাবীতে প্রচন্ড বিদ্রোহের এক পর্যায়ে পলিটিক্যাল নেতারা প্রথমবারের মত মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। আর সেই সাথে নারীকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে গন্য করার ঐতিহাসিক ঘটনার শুভ সূচনা হয়।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, বিশ্বের সবকটি দেশে সেই শুভ সূচনার শুভ বার্তা পৌছাতে কত যূগ লেগেছে। এই অষ্ট্রেলিয়ায় সমান বেতন, ৮ ঘন্টা কাজ, পূর্ণ বেতনে বাৎসরিক ছুটির দাবীতে বেসরকারীভাবে প্রথম আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করে ১৯২৮ সালে। আর সরকারীভাবে ১৯৭৪ সালে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করে। যূগের আবর্তনে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সান-ফ্রান্সেস্কোতে প্রথম মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে **জেন্ডার ইকোয়ালিটি** নামক আর্ন্তজাতিক চুক্তিতে সাক্ষর করে। তখন থেকেই জাতিসংঘ প্রতি বছর ৮ই মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করছে তার প্রতিটি সদস্য দেশসমূহে এবং নারীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আর নারীর "Inspiring Potential' শ্লোগানটি ২০০৬ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত এবারের আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে।

এইতো গেল উন্নত দেশসমূহে নারীদের সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের ইতিকথা। উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীর সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, অবরোধ প্রথা বিলোপ, কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের প্রয়োজনীতা অনুধাবনের প্রক্রিয়া আজও চলছে। বাংলাদেশী নারীদের শিক্ষার পিছনে অতীতের কতিপয় মহিয়সী নারীর অবদান উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার বেগম, সুফিয়া কামালের ভূমিকা অনুস্বীকার্য্য। পাকিস্তান আমলে অতিজাত রক্ষনশীল নারীদের নিয়ে মহিলা সমিতি গঠিত হলেও এরা নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য কিছুই করেনি। সেই সময় এক কবি লিখেছিলেন, ‘আমরা কতিপয় অমলার স্ত্রী, হে প্রভু আমাদের কাজ দাও, কিছু একটা করি’। আর রাজনৈতিক অংগনে মহিলাদের অংশগ্রহন সেই সুলতানা রাজিয়া থেকে শুরু করে র্বতমানের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমন নারী সমাজে যদিও অনেকটা বৈপ্লবিক সাড়া যুগিয়েছে, তার পরেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে আমাদের দেশে নারীর সমাজিক অবস্থান আজও অত্যন্ত নিন্মমানের। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে প্রায় অর্ধেক সময়েই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নারীদের হাতে থাকলেও সকল শ্রেনীর নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যপক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় নারী নির্যাতনের অসংখ্য লোমহর্ষক খবর আমাদের মনকে করে তুলে ভারাক্রান্ত। শবমেহের, সালেহা, তুহিনা, রীমা হত্যার কথা ভাবলে বিস্মিত হই যে এত সামান্য কারনে নারীর জীবন দিতে হচ্ছে। তাদের জন্য তৈরি হয়নি কোন সমাধি।

বিভিন্ন দেশের আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালনের লক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে কত নাম অজানা মহিলাদের ত্যাগ-তীতিক্ষা, আন্দোলন, র‌্যালি এবং মিছিলের বিনিময়ে যে এখন আমরা এত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি, তার সহজেই অনুমেয়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান হলেও শুধুমাত্র শক্তির মাপকাঠিতে দূর্বল এই নারী জাতির জন্ম ঘটে পিতামাতার অতি আদরের সন্তান হিসেবে। কে জানে,

হয়তো এই মেয়েই বয়স সন্ধিক্ষনে জীবনের সৌরভ আয়োজন নিয়ে মুখ থুবরে পরে থাকবে-ঘাসে, ধান ক্ষেতের পাশে। জীবনের এক সময় প্রেমময়ী এই নারীর কাছে একজন বলিষ্ঠ পূরুষ হয় প্রেমভিখারী যার জন্য পর্বত খনন করা কিংবা তাজমহল গড়া একটি অতি সামান্য কাজ। বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তুমি যদি চাও - আকাশের চাঁদটি এনে তোমার খোপায় পড়িয়ে দিব। তেমনি সেই নারীই একদিন হন একজন গর্ভধারিনী মাতা যে নাকি নিজের জীবন দিয়ে হলেও বুকে আগলে রাখেন তার সন্তানকে। কোনদিনও ভাবেন না তার কোলের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে। ভাবতে কষ্ট হয়, সেই নারী জাতির সম্মান, মর্য্যাদা এবং অধিকার প্রদানে এত অবহেলা, এত অনীহা। কেন মিছিলে গিয়ে কোমল পায়ে পরাতে হবে ঠশা, সাগরের মত গভীর চোখ হবে কালিময়, প্রশান্তির দুহাত উঠবে উঁচিয়ে, মায়াময় কণ্ঠ উঠবে গর্জিয়ে?

বাংলাদেশের নারী জাতির মুক্তি ঘটাতে হলে, তাদের সামাজিক অবস্থান, অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করে তুলতে হবে। আমাদের অজান্তেই শৈশব কালেই একটি কন্যা শিশু আপন পরিবারে ছেলে সন্তানের সাথে তার অধিকারের বৈষম্য টের পেতে শুরু করে। নারীর মানস গঠনের উপর এর প্রভাব হয় সূদুর প্রসারী। শিক্ষা সামাজিক সুবিধা পুরুষের তুলনায় নারী খুব অল্পই ভোগ করে। নারীর প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। এ সবই নারীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্থ করে তোলে। সবচেয়ে বড় কথা একজন নারী তার গোটা জীবনে আপন অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই দাঁড়াতে পারে না। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন রোধ, অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম  এবং মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে নারীর পাশাপাশি পূরুষের ভূমিকাকে অপরিহার্য্য করে তোলা হল আজকের যুগের নারী দিবসের একটি লক্ষ্য।

নারী জাগরনের ছোয়া আজ সব মহিলাদেরকে করেছে সিক্ত। আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি এই জেনে যে সিডনীর বাংলাদেশী মাহিলারাও সেই দিবসটি উদযাপন করছেন। শুধু দিবস পালনে ক্ষ্যান্ত হলে চলবে না, সত্যিকার অর্থে নারীদের চাওয়া-পাওয়ার পরির্পূনতা আসুক, জাগ্রত হোক নারীর সচেতনতাবোধ, নারী একজন মানুষ হিসেবে গন্য হোক - এমন সমাজ গঠনে সবার আন্তরিকতা ও সহমর্মীতা হয়ে থাকুক আমাদের পথের পাথেয়। আর যাতে লিখতে না হয় -

‘লুটিয়ে পড়বে বেনী, মেহেদী রাঙা হাত
এক ভৌতিক বিভৎসতায় গন্ধ ছড়াবে।’

[লেখাটি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উৎসর্গিত করা হল]